India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

চেন্নাই

ভারতে মেধাবৃত্তি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (১৬ – ২৪ এপ্রিল)

গুরুদেব এই অনুষ্ঠানের শুরু এবং সমাপ্তি – দুই সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর উদ্বোধন ভাষণে তিনি বলেন "সহজমার্গ শিক্ষার মূল উপাদান হল প্রাণাহুতি। বিশ্বাস করো প্রাণাহুতি হল প্রশিক্ষণের এক প্রক্রিয়া। এ হলো তোমাকে জীবন দানের প্রক্রিয়া অর্থাৎ 'প্রাণস্য প্রাণ'। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুরুর করুণা এবং শক্তি আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়।"

সমাপ্তি ভাষণে তিনি শোনার উপর জোর দেন এবং বলেন আমরা যা কিছু শুনছি তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাতে। গুরুদেব তাঁর কটেজ থেকেসি.সি.টিভির মাধ্যমে সব ভাষণ শোনেন।

বাবুজীর মহাসমাধির দিন: ১৯ এপ্রিল, ২০১১

গুরুদেব খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন এবং প্রশিক্ষক তৈরীর সিটিং দিতে ব্যস্ত হয়ে যান। এমন কি প্রাত:রাশের আগে তাঁর ই–মেল সব দেখে নেন। ঐদিন সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনার কোনোও কথা ছিল না। কিন্তু মিশনে গুজব রটে গিয়েছিল যে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করতে পারেন। এই কথা তাঁর কানে গেলে তিনি কক্ত বিস্মিতহন ও সৎসঙ্গ পরিচালনার করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করে দেখেন মাল্যদানের মালা মজুদ নেই, তাই তা না আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। প্রায় ১৫ মিনিট গুরুদেব সিঁড়ির কাছে বসে ছিলেন। মালা পৌঁছালে তিনি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসেন এবং লালাজী ও বাবুজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং তারপর সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

বাবুজী মহারাজের জন্মদিন উদ্‌যাপন

২৯ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত তিনদিন এই উৎসব পালিত হয়। প্রতেক দিন সকাল ৭.৩০ মি: ও সন্ধ্যা ৫.০০ টায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪০০০ অভ্যাসী এই উৎসবে যোগ দেন এবং গুরুদেব রোজকার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রত্যেক সৎসঙ্গ একঘন্টা পনের মিনিট যাবৎ চলে; এবং শেষদিনের সৎসঙ্গ একঘন্টা পঁচিশ মিনিট যাবৎ চলে।

৩০ এপ্রিলের পূণ্যলগ্নে গুরুদেব ৮টি বিবাহ সম্পন্ন করান। দুইজন ভগিনী ভজন পরিবেশন করেন। গুরুদেব অনেক বই ও ভিডিও CD প্রকাশ করেন। তাঁর পৌত্র ভার্গব কিছু বিশেষ ফোটোর অগ্রিম বুকিং আবেদন জানিয়ে বলেন এসবের সংখ্যা সীমিত এবং ২৪ জুলাই অনুষ্ঠানে সেসব হস্তান্তর করা হবে। গাজিবুতে ঐসব ছবির প্রদর্শনী গুরুদেব পরিদর্শন করেন। আশ্রম পরিক্রমার এই সময় মনোরম মৃদুমন্দ বরিষণ গুরুদেবের সঙ্গী ছিল।

সন্ধ্যা ৬.৩০ মি:, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রের অভ্যাসীরা এক সুন্দর নাটক পরিবেশন করেন। নাটকের বক্তব্য ছিল – আধ্যাত্মিকতার পিপাসার যাত্রাপথে তার নিজের সৃষ্ট সন্দেহ, পূর্বধারণা, ভয়, ক্রোধ এবং অলসতার দরুন যে বাধার উদ্রেক হবে তা উচ্চতম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অর্থাৎ বিশ্বাস, প্রেম, ধৈর্য নিয়মানুবর্তীতা এবং ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতেহবে। আধ্যাত্মিক বাতাবরণ সমৃদ্ধ ধ্যান কক্ষে পরিবেশিত এই নাটক উপস্থিত সকলের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। এরপর গুরুদেব সব অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কটেজে সাক্ষাৎ করেন। ১ মে চেন্নাই কেন্দ্রের যুবকরা বুদ্ধের জীবনীর উপরে এক নাটক মঞ্চস্থ করেন। গুরুদেব সি.সি. টিভির মাধ্যমে তা পরিদর্শন করেন।

৩ মে সন্ধ্যায় তিনদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক কাজ নি:সন্দেহে সকলের হৃদয়ে উত্তোরত্তর পুষ্টি লাভ করবে। গুরুদেব একদিনের জন্য ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে সড়কযোগে রওনা হন।

আদিজেস সেমিনার

ব্যাঙ্গালোর, ৩ মে থেকে ১৪ মে ২০১১

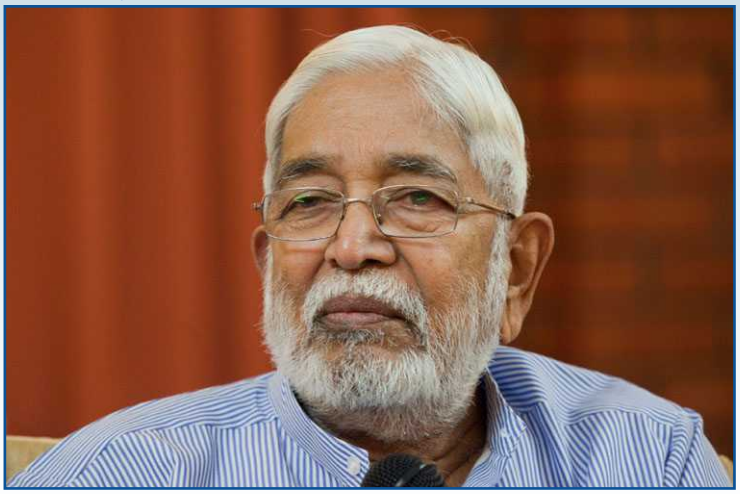

গত তিরিশ বছরে মিশনের প্রগতি যারপরনাই উল্লেখযোগ্য । মিশনের সাংগঠনিক দিক দিয়ে কিছু পরিবর্তন আনার জন্য গুরুদেব প্রয়াসী হন; যাতে মিশনের কাজকর্ম আরও সুচারুভাবে পরিচালিত হতে পারে এবং সহজ মার্গ সাধনার শিক্ষা ও অনুশীলনের বিশুদ্ধতা বজায় থাকে।

মিশনের সাংগঠনিক দিক নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর জন্য গুরুদেব বিশ্ববিখ্যাত ডঃ ইচাক্ আদিজের সাংগঠনিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। সহজ মার্গের বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পঁচিশজন অভ্যাসীকে নিয়ে পরমধামে গুরুদেব ও ডঃ আদিজ গভীর আলোচনার মাধ্যমে পথ নির্দেশ দেন।

আদিজের পদ্ধতি গ্রহন করে তা SRCM ও তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোতে ভবিষ্যতে আরোপ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সংগঠনের নবকলেবরের রূপরেখা তৈরী হবে নীচের বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে:

➢আধ্যাত্মিকতার পিপাসুকে আরও দৃঢ়ভাবে আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান করা।

➢সংগঠনের মধ্যে সেবা ও সহায়তার মানসিকতাকে সংরক্ষণ করা।

➢সংগঠনের সাবলিলতা এমন ভাবে বজায় রাখা যাতে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কোনমতেই ব্যাহত না হয়।

➢গুরুদেবের উপর থেকে বিপুল প্রশাসনিক ভার কমিয়ে আনা।

বিশদ আলোচনায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত হয় :

এমন এক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা যাতে ভবিষ্যতে সহজ মার্গের কাজ অনায়াসে চলতে পারে এবং বিশ্ব সেবাদল এমন ভাবে তৈরী করা যাতে তারা গুরুদেবের কাজে সহায়তা করতে পারে।

সহজ মার্গ সেবার এক চুক্তিপত্র তৈরি করা যাতে আলোচনা সংক্রান্ত বিশদ নথিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারী ও গুরুদেবের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রেম ও সেবার এক পুনঃ প্রতিশ্রুতি। গুরুদেব বলেন, " প্রেম আমাদের মন্ত্র, এই হল আমাদের কাজ, আর এই হল আমাদের প্রার্থনা !" সেবার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " একমাত্র নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব।"

এই দল গুরুদেবের সরাসরি পথনির্দেশে মিশন ও তার অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলিকে বিশ্বব্যাপী পরিচালনা করার দায়িত্বে আসীন হবে।

ব্যাঙ্গালোর

গুরুদেব ২–১৫ মিনিটে নাট্রামপল্লী থেকে রওনা হয়ে বিকাল পাঁচটায় ব্যাঙ্গালোর CREST এ পৌঁছান। তিনি প্রসাদ বিতরণ করে কিছু সময় বিশ্রাম করেন এবং এরপর গল্ফ কার্টে চড়ে নতুন শিক্ষাভবনের নির্মাণকার্য পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

পরদিন সকালে গুরুদেব সৎসঙ্গের পর গলফ্ কার্টে পরিভ্রমণ কালে তাঁর পথের দুপাশে অপেক্ষমান অভ্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এর কিছুক্ষণ পর তিনি শহরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েন। পরমধামে ৫ মে থেকে আদিজের আলোচনা চক্রের জন্য ব্যবস্থাপনার তদারকি করেন। সার্বিক আয়োজনের তিনি প্রশংসা করেন।

বিশ্ব সেবা দল

P. R. Krishna	Spiritual Program Development
Sanjay Bhatia	President, Lalaji Memorial Educational Society
Santosh Sreenivasan	Spiritual Training Delivery
Rishabh Kothari	Member Services
Chak Sriprasad	Continuous Inprovement
Rajendrasinh Rathod	Spiritual Service, India
Poul M. Juul	Spiritual Service, West
Nitin Govila	Spiritual Service, East
William Waycott	Spiritual Service, Americas
N.S. Nagaraja	Spiritual Service, CIS
Sharat Hegde	Community Development
Sudhir Marwaha	Global Fixed Assets Support
Santosh Khanjee	Global Operations Support
Kamlesh Patel	Ombudsman

ইরোড

মালামপুঝা

তামিলনাড়ুতে পরিভ্রমণ

১৪ মে গুরুদেব ব্যাঙ্গালোর থেকে কৃষ্ণগিরি আশ্রমে পৌঁছান। ব্যাঙ্গালোর ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে আসা অভ্যাসীদের মধ্যে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেব খুবই উৎফুল্ল ছিলেন এবং কিছু অভ্যাসীর সঙ্গে হাসি মজা করেন। এরপর তিনি ইরোড রওনা হয়ে যান।

গুরুদেব ১২–৩০ মিনিটে ইরোড পৌঁছান। অভ্যাসীদের দেখে তাঁর আনন্দ দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তিকে উপেক্ষা করে দিয়েছিল। কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকাল ৪ টায় ভোজনালয়ের উদ্‌ঘাটন করেন। সেখানে সমবেত ১০০০ জন অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। যেসব অভ্যাসীর ছেলেমেয়েরা দ্বাদশ শ্রেণী পাস করেছে তাদের অভ্যাসী হওয়ার জন্য সৎসঙ্গে বসার অনুমতি দেন। এরপর তিনি CIC ও প্রশিক্ষকদের সঙ্গে মিশনের উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ইরোড থেকে গাড়ীর মিছিল সন্ধ্যা ৬ টায় তিরুপ্পুর ডি. জে পার্কে পৌঁছায়।

> "জল যেমন চারাগাছের বেড়ে ওঠার জন্য, তেমনি শিশুদের জন্য শিক্ষা।
>
> জ্ঞান – সূর্যালোক – যা গাছকে বড় করে তোলে যাতে তা প্রস্ফুটিত হয় ও সৌরভ ছড়ায়।
>
> প্রেমই সেই সূর্য!!"

১৫ মে সকালে গুরুদেব ২৪ জুলাই জন্মোৎসব পালনের জন্য নির্মিত ক্ষণস্থায়ী ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। এছাড়া নব নির্মিত বহু শয্যাবিশিষ্ট কক্ষেরও উদ্‌ঘাটন করেন। বিশালাকার ইমারত তিনি ঘুরে দেখেন এবং উদ্বোধনের জন্য বাবুজীর যে ব্যাকড্রপ লাগানো ছিল তা দেখে মুগ্ধ হন। এরপর সকাল সাতটায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি মনে করিয়ে দেন যে, সৎসঙ্গের জন্য আমাদের অনেক আগে প্রস্তুত থাকা দরকার। ঐ বহু শয্যাবিশিষ্ট কক্ষের তিনি নাম দেন 'আমাইথি নিলয়ম'(শান্তি সৌধ)। কেরল থেকে আগত ৬০০ অভ্যাসী সহ প্রায় ৩০০০ জন এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

এরপর কতক বিশ্রামের পর প্রফুল্ল চিত্তে তিনি নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের পরিকল্পনা করেন। LMOIS এর সদ্য পাশ করা ছেলেমেয়েদের জন্য পরিকল্পিত এক স্মারকপত্রের জন্য তিনি একটি বার্তা লেখেন। গুরুদেবের উদার মনোভাব এবং প্রেম ও নিঃস্বার্থ কাজের মানসিকতায় তাঁর কথোপকথনের ভঙ্গী ছিল খুবই মনোগ্রাহী এবং নিজের বয়স ও স্বাস্থের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলনা।

জুলাই উৎসবের প্রস্তুতিপর্ব দেখাশোনা করার জন্য গুরুদেব সন্ধ্যাবেলা ডি. জে পার্কে যান। তিনি 'কম্‌ফোর্ট ডর্ম' ঘুরে দেখেন এবং নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের খস্‌ড়া পরিকল্পনা তাঁকে দেখালে তিনি খুব খুশী হন এবং বলেন, "এটা আমার কাছে থাক"। ঐশী বাতাবরণে আধঘন্টা যাবৎ অপেক্ষমান অভ্যাসীদের মধ্যে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

১৬ মে সকাল ৭ টায় গুরুদেব মালামপুঝা রিট্রিট্ কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি কটেজের সংলগ্ন সম্প্রসারণের উদ্‌ঘাটন করে প্রাতঃরাশ করেন এবং অভ্যাসীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাপ–আলোচনা করেন এবং উপস্থিত ৫০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। দুপুর ১২.৪৫ মিঃ তিনি কোয়েম্বাটোর রওনা হয়ে যান।

নাচিপালায়ম আশ্রমে পৌঁছিয়ে তিনি কতক দেরীতে মধ্যহ্নভোজ করেন এবং বিশ্রাম নিয়ে তিনি বিকেল চারটের সময় ৬০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেব রাত ৮.৩০ মি: তিরুপ্পুর ডি.জে পার্কে ফিরে আসেন।

তিরুপ্পুর

কাঙ্গেয়াম

দিন্দিগুল

ত্রিচির

১৭ মে বিকেলে তিরুপ্পুর থেকে ৩০ কিমি দূরে কাঙ্গেয়াম পরিদর্শন করেন। এক বিপুল সংখ্যক প্রেমসিক্ত হৃদয় এই ছোট্ট আশ্রমে উপস্থিত ছিল এবং তাদের উপস্থিতিতে গুরুদেব কুটির ও নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্ঘাটন করেন। গুরুদেব আসন গ্রহণ করলে অভ্যাসীর একে একে কক্ষে প্রবেশ করেন। উপস্থিত অভ্যাসীরা সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। গুরুদেব তামিল ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, এই নীরবতার কারণ কি? কোন উত্তর না পেয়ে আবার তিনি বললেন, এর অর্থ হল – এখানে যথেষ্ট প্রগতি সাধন হয়েছে। বিকেল ৪.৩০ মিঃ গুরুদেব ১৭০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ তিনি ডি.জে. পার্কে ফিরে আসেন।

১৮ মে সকাল ৮.৩০ মিঃ গুরুদেব ডি.জে পার্ক থেকে দিন্দিগুল আশ্রমে পৌঁছান। তিনি ধ্যান কক্ষ উদ্ঘাটন করে আশ্রমের নাম দেন 'দয়া আশ্রম'। প্রাতঃরাশের পর তিনি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত ২৫০ জন অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

সকাল ১১ টা নাগাদ গুরুদেব দিন্দিগুল থেকে ত্রিচির উদ্দেশ্যে রওনা হন। একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে মনে করিয়ে দেয় বসার আসনের বেল্ট বেঁধে নিতে। গুরুদেব হেসে বলেন, 'তোমার মুখ দেখে আমি বেল্ট বাঁধতে ভুলে গিয়েছিলাম'। গুরুদেবের এই কথায় অভ্যাসী খুব খুশী হয়।দুপুর একটার সময় গুরুদেব ত্রিচি পৌঁছান। দীর্ঘ পথ চলার পর তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রশাসনিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে যান। সন্ধ্যার সময় গুরুদেব কিছু সময় মুক্তাঙ্গনে সিনেমা উপভোগ করেন। তিনি রবিবার সৎসঙ্গ করানোর জন্য আশ্রমে যান। একজন অভ্যাসী একটি কাহিনী বলে যে ,কি আশ্চর্যভাবে তার প্রার্থনা ফলপ্রসূ হয়েছিল। গুরুদেব বলেন , কে প্রার্থনা করছিল সেটা বড় কথা নয় , কতটা নিষ্ঠা সহকারে করা হচ্ছে সেটাই হল আসল বিষয়। সৎসঙ্গের পর শিশুরা একটা ছোট অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করে। ২৩ মে গুরুদেব সকাল ১১টা নাগাদ সকাশে চেন্নাই রওনা হন।

ওমেগার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সংকোল সফর

২৭ মে গুরুদেব দিল্লী পৌঁছান। ওমেগা স্কুলের সদ্য পাশ করা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র–ছাত্রীরা গুরুদেবের সঙ্গে সংকোল যাবার মূল্যবান সুযোগ পায়। সংকোল যাবার জন্য সব ছাত্র–ছাত্রী২৮ মে আর. কে. পুরম আশ্রমে সমবেত হয়। গুরুদেব দিল্লী আশ্রমের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করেন।

পরদিন রবিবার ছাত্র ছাত্রীরা গুরগাঁও আশ্রমে সৎসঙ্গে যোগ দেয়। ঐ দিন গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গের পর ছাত্র ছাত্রীদের একটা করে অভ্যাসী ডায়েরী ও একটা পেন স্নেহের নিদর্শন হিসাবে উপহার দেওয়া হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় গুরুদেব হঠাৎ আর.কে.পুরম আশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলকে সৎসঙ্গ করান।

গুরুদেব ৩০ মে সোমবার সকাল ৭ টা নাগাদ রওনা হয়ে বেলা ১১ টার সময় মোরাদাবাদ পৌঁছান। পথে দেরী হওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীরা পরে পৌঁছায়। গুরুদেব ঘর থেকে বেরিয়ে স্বাগত জানান। এরপর গুরুদেব মধ্যাহ্নভোজ সেরে বিশ্রাম নিতে যান।

বিকাল তিনটে নাগাদ গুরুদেব রুদ্রপুর রওনা হন। সন্ধ্যা ৬–৪৫ মিনিটে সেখানে পৌঁছান। পরদিন সকাল ৯ টায় গুরুদেব সৎসঙ্গ করান। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। একজন ভ্রাতৃপ্রতিম গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক কাজের মধ্যে পার্থক্য কি? উত্তরে গুরুদেব বলেন, কাজ – কাজই, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বলে তা পৃথক করা যায় না। যেমন ধরো বাথরুম পরিষ্কার করা। পরিষ্কার করতে হবে তো করতে হবে। এরপর তিনি বলেন, আমরা চতুর্ভুজের চারটি বাহুর শক্তিতে আবদ্ধ। এই শক্তিগুলো হল পরিবার, সমাজ, ধর্ম ও বাসনা। আমরা এই চার দেওয়ালের কেন্দ্রে আবদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত এদের টানাপোড়েনে পিষ্ট। এই চার দেওয়াল ভেঙ্গে বেরতে পারলে তবেই মুক্তি। এরপর তিনি বিশ্রাম নিতে যান।

দিল্লী

মোরাদাবাদ

রুদ্রপুর

For Private Circulation Only

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জুলাই ২০১১

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ্ ইন্ডিয়া নিউজ্‌লেটার

সৎকোল

সৎকোল

১ জুন সকাল ৭ টায় গুরুদেব সিটিং শেষ করে বেলা ১১ টা নাগাদ রওনা হয়ে বিকালে সৎকোল পৌঁছান। বাতাবরণ খুব স্নিগ্ধ ও মনোরম ছিল। গুরুদেব সন্ধ্যাবেলা মুক্ত আকাশের নীচে বসেন ও অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন এই পৃথিবী ভোগ করার জন্য নয়। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলো যে রয়েছে তার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করার জন্য। এ সব কখনোই তৃপ্তি লাভ বা ভোগের জন্য নয়। ঈশ্বর আমাদের যে বুদ্ধিমত্তা দিয়েছেন তা দিয়ে পথ নির্দেশ সূচিত করা ও হৃদয়ের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তিকে সঠিক পথে চালনা করা।

প্রায় প্রত্যেক দিন গুরুদেব ছাত্রছাত্রীদের সাথে বসতেন, তাদের সাথে রসিকতা করতেন এবং সর্বোপরি তাদের হৃদয়স্পর্শী আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রদান করতেন।

ওমেগার ছাত্র ছাত্রীদের একটা স্মরণিকা উপহার দেওয়া হয় যাতে লেখা ছিল 'ফ্রম ওমেগা, উইদ্ লাভ'। এটা একটা ছোট বই, সঙ্গে একটা CD এবং গুরুদেবের হাতে লেখা বার্তা।

সফরের শেষ দিনে গুরুদেব ছাত্র ছাত্রীদের বলেন, "অন্যেরা কি বলছে তা দিয়ে নিজেদের বিচার করোনা। অপরকে নিজের আয়না তৈরী কোরো না। আমি যা আছি তাই এবং আমাকে যা হতে হবে তাই হবো। সহজ মার্গ এক যাত্রা পথ যেখানে আমরা যা আছি তা থেকে রুপান্তর হতে হবে"।

৪ জুন বিকালে গুরুদেব রুদ্রপুর থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে হলদোয়ানী কেন্দ্রে কিছু সময় থামেন। ৫ জুন সকালে সৎসঙ্গের পর গুরুদেব মোরাদাবাদ রওনা হন। সেখানে রাতে থেকে পরদিন সকালে ধ্যান ও প্রাতঃরাশের পর দিল্লী রওনা হন ও ১২–৩০ মিনিটে সেখানে পৌঁছান।

সিঙ্গাপুর

১৬ জুন রাতে গুরুদেব সিঙ্গাপুর পৌঁছান। তিনি ভ্রাঃ নিতিন গোভিলার বাড়িতে থাকেন। স্থানসংকুলানের জন্য সকালে বিদেশী অভ্যাসীদের ও বিকালে স্থানীয় অভ্যাসীদের সৎসঙ্গ করানো হয়। দুই সৎসঙ্গের মাঝখানের অবসরে অভ্যাসীরা তাঁর জন্য সমবেত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বেশীরভাগ সৎসঙ্গ গুরুদেব পরিচালনা করেন। ১৯ জুন রবিবার অভ্যাসীরা সিঙ্গাপুর ধ্যান কেন্দ্রে গুরুদেবকে স্বাগত জানায়। সৎসঙ্গের পর তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান এবং ধীরে ধীরে সকলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বার্তালাপ, মৃদু হাসি বিনিময়, পিঠ চাপড়ান ও শিশুদের বিশেষভাবে আশীর্বাদধন্য করেন। তাঁর মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভদ্রতার বিকিরণ ফুটে উঠেছিল। এ যেন এক আলো প্রজ্বলক যা একের পর এক হৃদয় আলোকিত করে যাচ্ছিল। দিনের শেষে তিনি মেরিনা বে স্যা এ আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থাপত্য দেখার জন্য যান।

সোমবার সন্ধ্যায় গুরুদেব প্রশিক্ষকদের সিটিং দেন এবং ৩০ মিনিট ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণের কিছু অংশ হল:

➢কেউ একজন বাবুজী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি সম্পদ বৃদ্ধির বিরোধী? বাবুজী মহারাজ বলেছিলেন, আমি এর বিরোধী নই, টাকা উপার্জন করা বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু নদীর মত টাকারও অবশ্যই বয়ে যাওয়া উচিত। তোমার যা প্রয়োজন তা নিয়ে নাও আর বাকীটা বয়ে যেতে দাও।

➢তাই সহজমার্গের মূলবক্তব্য হল, ভারসাম্য বজায় রাখা। জীবনে গুনমান যোগ করা, মূল্যবোধ যোগ করা, সম্পদ যোগ করা নয় বরং নিজেকে গড়ে তোলা।

➢প্রেমের মাধ্যমে নিয়মানুবর্তীতা গড়ে তোলা উচিত। সহজমার্গের বিশেষত্ব হল, ধ্যানের মাধ্যমে হৃদয়ে গুরুদেবের প্রতি প্রেম উৎপন্ন করা, এই প্রেম বাড়তে থাকবে এবং তা আমাদের নিয়মানুবর্তীতা এনে দেবে।

➢প্রত্যেক চারাগাছ তার নিজের মত করে বেড়ে ওঠে। তুমি কখনোই বলতে পারো না যে সব চারাগাছকে একসঙ্গে বেড়ে উঠতে হবে। একমাত্র বন্যার সময় জল এক লয়ে বেড়ে ওঠে এবং তখন তা ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে। এ সব নিজের মত বেড়ে উঠতে হবে। আমরা প্রেমের জন্য কাউকে বাধ্য করতে পারিনা।

২২ জুন গুরুদেব মালয়েশিয়া রওনা হন। সেখানে যান মূলতঃ আশ্রম ও এশিয়ান আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করার জন্য।

LMOIS students with Master at Satkhol

সিঙ্গাপুর

© Shri Ram Chandra Mission

২৪ শে জুলাই উৎসবের পরিকল্পনা

সহজ মার্গে ভান্ডারার গূঢ় অর্থ

গুরুদেব প্রায়ই তাঁর অতীত স্মৃতিতে সাহজাহানপুরে বাবুজী মহারাজের ছোট্ট কুটিরে আয়োজিত ভান্ডারার কথা বলেন, যখন মাত্র তিরিশ জন অভ্যাসী উপস্থিত থাকতেন। সেই সংখ্যা আজ ডায়মন্ড জুবিলী পার্কে পঞ্চাশ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। এ হল আমাদের গুরুদেবের অপরিসীম কাজের ফসল।

২০০৬ সালে ২৪ জুলাই গুরুদেব তাঁর ভাষণে ভান্ডারার মাহাত্ম্য নিম্নলিখিত বক্তব্যে তুলে ধরেন।

➢অনুষ্ঠানের সব রকম আয়োজন এখানে থাকলেও এটা কোনও উৎসব নয়। এ কখনোই আমোদ আহ্লাদের ক্ষেত্র নয়। কিন্তু এই উৎসবে অন্তরের আনন্দ উপভোগ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই অবস্থা অবশ্যই এ হেন আধ্যাত্মিক করুণা পুষ্ট পরিবেশে সৃষ্ট হওয়া উচিত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যতটা সময় আমরা এই উৎসবে থাকবো ততক্ষণ আমরা গুরুদেবের সততঃ স্মরণে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক প্রগতির প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

➢প্রকৃত লক্ষ্য থেকে সরে এসে অহেতুক বিচরণ করা মূল্যবান সুযোগ ও সময়ের অপব্যবহার করা মাত্র। আমি সিঙ্গাড়া খেতে ভালোবাসলেও বক্তৃতা চলাকালীন ক্যান্টিনে ভীড় করা পাছে খাবার শেষ হয়ে যায়, তা কখনোই উচিত নয়।

➢ধ্যানের সময় আমাদের নিবিষ্ট চিত্ত হওয়া খুবই জরুরী (ভাষণ শোনা বা ভাই বোনেদের দ্বারা পরিবেশিত গান বাজনা শোনা)। এক্ষেত্রে আমাদের শরীরের বদলে হৃদয়ে নাচের দোলা লাগা উচিত।

➢ভক্তিমূলক গান বা ভজন অবশ্যই আমাদের মধ্যে প্রেম, ভক্তি জাগিয়ে তোলে এবং নিবিষ্ট চিত্তে ডুবে থাকা স্বত্তেও ঐশী করুণা নামিয়ে এনে সিক্ত করে দিতে পারে।

➢অন্য এক বার্তায় বাবুজী মহারাজ বলেছেন, যেখানে আনন্দ নেই, সেখানে আধ্যাত্মিকতাও নেই। কিন্তু এই আনন্দ বাইরে প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। এ অবশ্যই অন্তরের গভীর গহনে এমন এক শক্তিপুঞ্জের বুদ্‌বুদ্ সৃষ্টি করবে যা আমাদের এক অজানা, অদেখা লোকে নিয়ে যাবে। যাকে বলে উজ্জ্বল জগৎ, হয়তো ক্ষণিকের জন্য, কিন্তু তবুও ন্ড

➢আমি বলি এই উৎসবকে শুধু প্রজ্ঞা বা নিষ্ঠা দিয়ে গ্রহণ নয়, বরং মন, প্রাণ, শরীর ও আত্মা একত্র করে সেই মহান গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেওয়া। যিনি এই অস্তিত্বে বিরাজমান থেকে অন্য অস্তিত্বে যাবার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন যা কিনা নৈর্ব্যক্তিক, তবে যদি সত্যিকারের প্রচেষ্টা করি, তবে অবশ্যই প্রত্যেক ধ্যানের পর তা আমরা অনুভব করতে পারি।

http://www.sahajmarg.org/literature/online/speeches/the-real-purpose-of-bhandaras

তিরুপ্পুরের ডায়মন্ড জুবিলী পার্কে গুরুদেবের জন্মোৎসব পালনের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। ধ্যান কক্ষ, থাকার জায়গা, ক্যান্টিন ইত্যাদি ব্যবস্থার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। জলের সমস্যা আছে, তাই তা পূরণ করা এক বড় চ্যালেঞ্জ। শৌচাগারের তদারকির কাজ শেষ হয়েছে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার যথাযথ বন্দোব্যস্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীরা ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে। গুরুদেব সহ সকলে যখন ভান্ডারাতে একত্রিত হবে তখন এই স্থান সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হবে। ভা ন্ডারাতে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের প্রত্যেককে তৈরী হতে হবে এবং ভা ারার প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর মনন করতে হবে।
'নিয়মানুবর্তীতাই প্রেম'

বাবুজী মহারাজ

'এ হল আমাদের মিশনের এক বিশেষ দিন, গুরুদেবের জন্মদিন, যা কিনা অবশ্যই প্রেম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হওয়া উচিত। আমাদের প্রত্যেক আধ্যাত্মিকতার পিপাসুর অবশ্যই উপলবদ্ধি করা উচিত সে কত ভাগ্যবান। সে এই জন্মে এমন একজন ঐশী পথপ্রদর্শককে সঙ্গে পেয়েছে যিনি সর্বোচ্চ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারেন। সাধনা প্রক্রিয়ার মধ্যে এ এক বিশেষ মুহুর্ত যা একজন শিষ্যকে তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ এনে দেয়।'

শুক্রবার,৩০ এপ্রিল,২০০৪ সকাল দশটা।
হুইস্পার ফ্রম দ্য রাইটার ওয়ার্ল্ড।

পূজ্য বাবুজী মহারাজের ১১২ তম জন্মদিন পালন

পূজ্যশ্রী বাবুজী মহারাজের ১১২ তম জন্মদিন সারাদেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়।

গুলবার্গা

হুবলী

দুর্গাপুর

উত্তর কর্ণাটক

কর্ণাটকে গুলবার্গা, শেদম, চিত্তপুর, শোলাপুর ও হমুনাবদ উপকেন্দ্র থেকে ৩০০ জন অভ্যাসী গুলবার্গা কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগদান করেন। বাবুজীর জীবনের উপর ভিডিও প্রদর্শনী, কুইজ্, অডিও "বিইং উইদ্ হিম", বাবুজীর সঙ্গে অভ্যাসীদের অভিজ্ঞতা ও গুরুদেবের বক্তৃতার উপরে ভিডিও প্রদর্শনী ও নানা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীরা এই দিনে দৈবিক কৃপাতে আনন্দিত হয়।

ধারওয়াদ, বেলুর, গাদাগ, পুদুকোত্তাই, সিরশি, কুক্কুর, রানেবেনুর ও কাল্লুর কেন্দ্রে থেকে২৫০ জন অভ্যাসী হুবলী কেন্দ্রে সমবেত হয় সকালের আত্মভূত করা সৎসঙ্গ। প্রাতঃরাশের পরে বাবুজীর জীবনের উপর চলচিত্র "জার্ণী ইন টাইম" প্রর্দশনী করা হয়। যুবারা বাবুজীর ও গুরুদেবের জীবনের কিছু উপাখ্যান একটি নাটিকা আকারে পরিবেশন করে ও বাবুজীর ফোটো ও স্লাইড শো 'ফেশ অফ্ এসেন্স' প্রদর্শন করা হয়। বৈকালিক অধিবেশনে কুইজ্, শিশুদের অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বাতাবরণ একেবারে ভান্ডারা সদৃশ মনে হয়।

বালাকি, চ্যাঙ্গলুর ও থানা উপকেন্দ্র থেকে ১২৭ জন অভ্যাসী বিদার কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানটি বাবুজীর জীবন ও শিক্ষার উপরে কেন্দ্রীভূত ছিল। ভ্রা: হরিলাল চৌহান ছোটো বক্তব্য রাখেন ও ভ্রা: পান্ডারিনাথ বাবুজীর শিক্ষা ও উদ্ধৃতি থেকে কুইজ্ পরিচালনা করেন।

দক্ষিন কর্ণাটক

বনশঙ্করী আশ্রমে চারজন বক্তা ভ্রা: (ডা:) পেরুমল, ভ: বসন্ত কুমারী, ভ্রা: সুব্রামনিয়া বি. জি. ও ভ: মাধুরী বাবুজীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানান। আলোচ্য বিষয়ে বাবুজীর জীবন ও শিক্ষার উপরে আলোকপাত করা হয়।একজন বক্তা জাগতিক শিক্ষক ও আধ্যাত্মিক গুরুর শিক্ষার বৈষম্যের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন যে, আধ্যাত্মিক গুরু তাঁর শিষ্যের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মায়ের মত দৃষ্টি দেন। ভ্রা: শ্রীনিবাস ও ভ্রা: সুব্রামনিয়াম একটি কুইজ্ পরিচালনা করেন যা কেবল কৌতূহল জাগরিত করেনি কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষামূলক ছিল। অপরাহ্নে বাবুজীর উপর ভিডিও প্রর্দশনী ও সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে।

পশ্চিম বাংলা

২৯ এপ্রিল সন্ধ্যার সৎসঙ্গের সাথে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। তার পরের দিন, কোলকাতা, বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বার্ণপুর, কজোরা, সিউড়ী, অ াল, চিত্তরঞ্জন ও বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮০ জন অভ্যাসী দুর্গাপুর কেন্দ্রে সমবেত হয়। সকালের অনুষ্ঠানে ভ্রা: ইউ.এস. মিশ্রা, ভ: কুসুম মেহেরা ও ভ্রা: পরিমল বক্তব্য পেশ করেন এবং তারপর ভিডিও প্রর্দশনী হয়। বিকালে প্রশ্ন ও উত্তর অধিবেশনে অনেক সংশয় পরিষ্কার হয়। এরপর সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়। ১ মে সকালের সৎসঙ্গের সাথে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অভ্যাসীরা আধ্যাত্মিক বাতাবরণ উপভোগ করে।

বেল্লেগল

লখ্নৌ

বেল্লেগল ও টি.নর্সিপাড়া কেন্দ্র থেকে ৪১ অভ্যাসী এই উৎসবে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানে ভ্রা: মধুসূদন, ভ্রা: মহাদেব গোডা, ভ: অলুমেলাম্মা, ভ: ধনলক্ষ্মী ভ্রা: শিবকুমার ও ভ্রা: মহাদেব স্বামী ছোটো বক্তব্য রাখেন। এই উৎসবে অংশগহণকারীগণ পুরোপুরিভাবে ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা অনুভব করে।

উত্তর প্রদেশ

লখ্নৌ সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ৪২৮ জন অভ্যাসী যোগদান করেন। ঐ দিন বাবুজীর জীবনের উপর ভিডিও প্রর্দশনী, বক্তব্য এবং ভজন পেশ করা হয়। তরুণ ও শিশুরা আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপরে নানা রকম অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

চিন্নাভাল্লিকুলম

জব্বলপুর

জব্বলপুর

২৯ এপ্রিল সন্ধ্যার সৎসঙ্গের সাথে অনুষ্ঠানের শুরু হয় যেখানে ৩৫০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়। অনুষ্ঠানের শীর্ষক ছিল 'ভালাবাসাতে নিয়মানুবর্তীতা'। ZiC, ভ্রা: বিক্রম ব্যাখ্যা করেন যখন আমরা আধ্যাত্মিকতার পথে প্রবেশ করি, তখন কিভাবে গুরুদেবের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক স্থাপন করি, কেমন করে আমাদের অবচেতন মনে তাঁর জন্য প্রেম জাগরিত করতে হয় এবং কিভাবে গুরুদেব আমাদের মনের পরিবর্তন করতে সহায়তা করেন। ভ: দীপা ভরদ্বাজ বক্তব্য রাখেন প্রেমের বৈশিষ্ঠ্যমূলক গুণের ব্যাপারে এবং ঐ বক্তব্যের মাধ্যমে 'শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রেমিক' বোঝান।

ডা: আর. কে. শ্রীবাস্তব বক্তব্য রাখেন কিভাবে সত্যিকারের প্রেমিক স্বত:স্ফূর্ত ভাবে সংযত হয় এবং ভ: সুনীতা শুক্লা ব্যাখ্যা করেন প্রেম ও নিয়মানুবর্তীতা একে অপরের সাথে চলে। প্রথমে কুইজ্, 'দশ নিয়ম'র উপরে একটি নাটক এবং ভজন, অভ্যাসীদের দিব্যতার অনুভব করতে এবং তার সঙ্গে বিলীন হয়ে যেতে সহায়তা করে। বাবুজীর জীবনের উপর ভিসিডি প্রর্দশনী ও তারপরে শিশুদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রবিবারে ভ্রা: বিক্রম আশ্রমের সম্পদ সংরক্ষণ ব্যাপারে রেখাপাত করেন যেগুলি ভবিষৎ প্রজন্মকে সমর্পণ করা যাবে এবং এই বার্তার সাথে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন।

উত্তর তামিলনাড়ু

প্রায় ৫০০ জন অভ্যাসী ১৩টি নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে মাদুরাই কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগদান করেন। থিম ছিল বাবুজীর 'প্রত্যুষ্যে সত্য'। মাদুরাই, শোলবন্দন, থেনি, বাতালাগুন্দু ও করৈকুদি কেন্দ্র অভ্যাসীরা এই বই থেকে বেশ কিছু অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন। মেলুর, সিন্গমপুনরি, পরমাকুদি, রামানাথাপুরম, মানামাদুরাই, মাদুরাই ও শিবাগঙ্গাই কেন্দ্র থেকে অভ্যাসীরা অপরাহ্নে অবশিষ্ট বিষয় পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটির পরিচালক ছিলেন ভ্রা: পালানিপ্পন ও ভ্রা: নাগরাজন। স্বর্গীয় বাতাবরণে বাবুজীর স্মরণে থেকে অভ্যাসীদের খুব ভালো লাগে এবং বাবুজীর লেখা আরও ভাল করে উপলব্ধি করেন।

বিরুধুনগর, চিন্নাভাল্লিকুলম, অরুপ্পুকোত্তাই, করিয়াপাত্তাই, কোভিলপাত্তাই ও শিবাকাশী কেন্দ্র থেকে৩০ জন অভ্যাসী চিন্নাভাল্লিকুলম কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগদান করেন। সকালের সৎসঙ্গর সাথে অনুষ্ঠানের শুরু হয় ও ভ্রা: স্বামীনাথন বাবুজীর জীবন ইতিহাসের উপর পাঠ করেন। অভ্যাসীরা সাধনা, চরিত্রগঠন, বাধ্যতা, গ্রহণ ও সমর্পণ বিষয়ের উপরে অংশগ্রহণকারীরা তাদের মত বিনিময় করে। এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয় যে অভ্যাসীদের উপলব্ধি করা উচিত মিশনের কাজই আমাদের নিজেদের কাজ। বৈকালিক অধিবেশনে প্রেমের উপরে একটি দলগত আলোচনা আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে সারা দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আমেদাবাদ

আনন্দ

গুজরাট

প্রায় ৮৩ জন অভ্যাসী গুজরাটের আনন্দ কেন্দ্রে এই উৎসবে যোগদান করেন। সকালের সৎসঙ্গর পরে ভিসিডি'প্রেমের সাগর' প্রর্দশনী করা হয়। ভিসিডি দেখে অভ্যাসীদের মনে হয় যেন তারা বাবুজীর সময়ে পৌঁছে গেছেন। জলখাবার পরে প্রতেক অভ্যাসীকেছোটো গল্প হাতে তুলে দেওয়া হয় যা মূল্যবান বার্তা প্রকাশ করে। অভ্যাসীরা গল্পের সারমর্ম বর্ণন এবং মত বিনিময় করেন। বৈকালিক অধিবেশনে ধ্যান, সাফাই, প্রার্থনা, সততস্মরণ ও গুরুর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপারে দলগত আলোচনা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরে ভজন গাওয়া হয়।

প্রায় ৯০০ জন অভ্যাসী গুজরাটের জোন ৬–অ থেকে আমেদাবাদ কেন্দ্রে উৎসবে যোগদান করেন। ওখানে দলগত আলোচনা, ছোট নাটিকা নিবেদন ও গুরুদেবের ফোটো প্রদর্শন করা হয়। পরিবেশের যত্ন ও সচেতনতা কর্মসূচীর একটি অংশ হিসেবে কয়েকটি চারাগাছ আশ্রমে রোপণ করা হয়। রবিবারে নতুন অভ্যাসীদের জন্য একটি ATP প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এরপর বক্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হয় যারা ভবিষ্যতেএই কার্যক্রমকে দূরবর্তী কেন্দ্রে এবং আশেপাশের উপকেন্দ্রে প্রচার করতে পারে।

যুব অনুষ্ঠান

যুব উন্নয়ন শিবির, ইন্দোর

১৭ ঊর্দ্ধ যুবকদের জন্য ৪ ও ৫ জুন ইন্দোরে এক আবাসিক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরের উদ্দেশ্য ছিল যুবাদের ব্যাবহারিক দক্ষতায় সহায়তা করা এবং ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

সন্বের, ভূপাল, সোহাগপুর, দেবাস, রত্লাম, বিদিশা এবং ইন্দোর কেন্দ্র থেকে এই উৎসবে যোগদান করেন। অভ্যাসীরা চারটি দলে ভাগ হয়। প্রথমে আলোচনা হয় আদান প্রদান দক্ষতার উপরে এবং তারপরে মনোবল বৃদ্ধি, সমস্যা সমাধানে অধ্যবসায়, সৃজনশীলতার বৃদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির প্রসারণ এসব বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। সন্ধ্যাবেলায় একটি চলচ্চিত্র 'দ্য সিক্রেট' দেখানো হয়।

পরের দিন রবিবারে সকালের সৎসঙ্গের পরে, অভ্যাসীরা এক আকর্ষনীয় কার্যক্রম উপস্থাপিত করে ধারণাশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে, তার সাথে দলগত খেলা ও সময়ের নিয়ন্ত্রণ উপর আলোচনা চক্র হয়। সাক্ষাৎকার দক্ষতা, দল গত আলোচনা ও মত বিনিময়ের পরিচালনা করা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভ্রা: বিক্ষ মুন্দ্রা ও ভ্রা: শ্রেয়াকার চৌধরী। এই দুইজন শিল্পপতি যারা দিনের পর দিন বিশাল মাত্রায় কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করেন, তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তবিক জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর প্রশ্নের উত্তর দেয়। অভ্যাসীদের জন্য এই অনুষ্ঠানটি ব্যবহারিক, প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিল।

আঞ্চলিক যুব সেমিনার, বরোদা, গুজরাট

এই সেমিনারটি প্রথম বার ১১ ও ১২ জুন বরোদাতে সংগঠিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে ৭৫ জন অভ্যাসী যোগদান করে। সকালের অনুষ্ঠানে ছিল সাধনার বিভিন্ন অংশ নিয়ে দলগত আলোচনা চক্র, চরিত্রনির্মাণ, অংশগ্রহণকারীদের নিবেদন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বও চলে। বিকালের অনুষ্ঠানে দশ নিয়মের উপর একটি ছোট নাটকের প্রস্তুতি এবং নিবেদন। সন্ধ্যাবেলায় খেলাধূলা হয় এবং রাত্রির ভোজনের পর গান, ভজন ও মজাদার গল্প আদান প্রদান হয়। ভ্রা: কমলেশ প্যাটেল বর্ণনা করেন কিভাবে আমাদের সাধনা কার্যকরভাবে করতে হয় এবং মত বিনিময় আলোচনা চক্র সকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিপুল লাভজনক ছিল। ওদের পরবর্তী যুবা সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ণয় করার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয় এবং 'ইচ্ছাশক্তি ও নিয়মানুবর্তীতা' ছিল নির্বাচিত বিষয়বস্তু যা পরবর্তী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবারের যুব কার্যক্রম, দোমালগুড়া, এ. পি.

জানুয়ারী ২০১১ থেকে প্রত্যেক রবিবারে ৯.৩০ মি: – ১১.৩০ মি: দোমালগুড়া ও স র নগর আশ্রম তে যুবকদের জন্য কার্যক্রম আয়োজন করা হয় ও কার্যক্রমে অংশগ্রণনকারীদের বয়সের গড় ছিল ২০–২৫। এই কার্যক্রমটি পরিচালনা করার উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের সাধনা ও মিশনের বাপ্যারে মত বিনিময় আলোচনা চক্রের সুযোগ দেওয়া এবং তার থেকে আরো জ্ঞানার্জন করা। কার্যক্রমে নানা রকম বিষয়ের যথা চরিত্র সংগঠন, ডায়েরী লেখা, মজার খেলা, সহজ মার্গ সাহিত্যের উপর শব্দ সমস্যা, নাটকের ভূমিকা, গল্প বলা, মূকাভিনয়, প্রশিক্ষকের সাথে প্রশ্নোত্তোর পর্ব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এইসব কার্যক্রমগুলি দ্বারা যুবাদের মধ্যে সহজ মার্গের তাৎপর্য ও চরিত্র সংগঠন মূল্য ধীরে ধীরে প্রবেশ করানোর প্রয়াস করা হয়।

আবাসিক শিবির, ইন্দোর.

২১ ও ২২ মে ইন্দোরে যুব শিবির আয়োজন করা হয়। ওই শিবির উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে অভ্যাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন। যুবকরা একটি সৃজনশীল পদ্ধতিতে স্মরণশক্তির খেলার মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দেয়। ওদের ৫ টি দলে বিভাজন করা হয় এবং তারা বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান যথা গ্রন্থি বন্ধন, চাদরের উপর দাঁড়িয়ে তা ভাঁজ করা, প্রথাগতভাবে 'হাঁড়িভাঙ্গা' প্রতিযোগিতা। ভ: যামিনী করমারকর ও ভ্রা: সুনীল খান্না 'নিজেকেজানা' ও 'লক্ষ্য নির্ধারণ' বিষয় নিয়ে অধিবেশন পরিচালনা করেন। সন্ধ্যার সময় শিশুদের নিয়ে আঞ্চলিক পার্কে যাওয়া হয়। তারা আবার ভগিনীদের সহায়তা নিয়ে সুস্বাদু পাউভাজী রান্না করে।

পরের দিন অভ্যাসীরা নূতন SRCM সাইটে যায় যেখানে নানা রকম সামগ্রী ভারতীয় ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। পরবর্তী ২ ঘন্টা সময় অতিবাহিত হয় ঘুড়ি উড়ান, সাতোলিয়া ও গিলি ডান্ডা খেলতে। একটি পত্র 'লেটার ফ্রম হার্ট' হৃদয় অনুভূত করে দেয়। ভ: শশি শর্মা ও ভ্রা: রাজেশ রাবের্কার পত্রটি পড়ে যাতে মা তার পত্রের দ্বারা প্রকাশ করে যে, মা তার শিশুর কল্যাণের জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। এই অনুষ্ঠানের উত্তরে প্রত্যেক শিশু তার মাকে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানানোর জন্য পত্র লেখে। এই ধারণা দিয়ে মা ও বাবার ভূমিকার গুরুত্ব প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠান 'সর্বশক্তিমান এবং আমি' দিয়ে সমাপ্ত হয়।

বরোদা

ইন্দোর

শিশুদের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির

বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম, চেন্নাই

৬–৮ মে সাত থেকে তের বছর বয়সের প্রায় ৭০ জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিশু শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। অধিবেশনের শুরুতে পরিচয় পর্ব ও তারপর শিল্প কারিগরীর প্রদর্শন হয়। তিনদিনের অনুষ্ঠানে শারীরিক ব্যায়াম, গুরুদেবের উপর গান, পরস্পর মতবিনিময়, আশ্রমের মানচিত্র অঙ্কন, দলগতপ্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার খেলা, একটি ছোট নাটিকা– 'ভালোবাসা সবকিছু জয় করতে পারে', কাপড়ের ব্যাগে চিত্রাঙ্কান, জীবনের প্রকৃত ধন খোঁজার জন্য সম্পদ সন্ধান ক্রীড়া ও কুইজ্ অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান কৃষ্ণের উপর চলচিত্র দেখানো হয়। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। এরপর সব শিশুদের নতুন বন্ধু হিসাবে একটি করে গোলাপ গাছ ও অনুষ্ঠানের CD দেওয়া হয়। অভিবাবক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরস্পর মতবিনিময় করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

চেন্নাই

ভেলোর তামিলনাড়ু

২৮ মে ভেলোর আশ্রমে ৩–১৫ বছর বয়সের প্রায় ৫০ জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে এক দিনের শিবির আয়োজিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন স্থানের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিচয় ঘটানো ও মানবিক মূল্যবোধের সহিত শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন তৈরী করা। দুটি দলে তাদের ভাগ করা হয়েছিল। দলগত ও একক সৃষ্ট খেলা এই অনুষ্ঠানে ছিল। ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে গান, ক্লাসিক্যাল নৃত্য ও যোগ'তে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। যুবারা একটি নাটিকা–––' সহজ মার্গ–জীবনের এক পথ' প্রদর্শন করে। এই নাটকে একটি যুবকের অন্তরের পরিবর্তন ও গুরুদেবের জন্য তীব্র আকাঙ্খা বর্ণিত/চিত্রিত হয়, যাতে তার পরিবার ও বন্ধু মহলে পরিবর্তন আসে।

ভেলোর

হায়দ্রাবাদ

৬–৮ মে হায়দ্রাবাদে তিনদিনের সহজ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রায় ৯০ জন ছেলেমেয়ে এতে অংশগ্রহণ করেছিল। পরিচয় প্রাপ্তি ও আরও বন্ধু পাতানোর মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয় যেমন পিতামাতাকে ভালোবাসা, নিয়মানুবর্তীতাই প্রেম এ সবের উপর নানা রকম ক্রিয়াকলাপের জন্য ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়েছিল। 'অন্যরকম পরিমিতি' যেখানে ছেলেমেয়েরা চিত্রের এক অংশ দেখে সম্পূর্ণ চিত্র সনাক্ত করেছিল ও তারপর বাইরে একঘন্টা খেলাধূলা হয়। দিবতীয় দিনের বিষয় ছিল 'মাতাপিতা ও বন্ধু', যাতে তারা বুঝতে পারে তাদের বাবা মাদের কত ভালো করে জানে। বড়দের দলে ভ্রাঃ অনন্তের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে অভ্যাসী হবার জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সব কিছু ব্যাখা করা হয়। ধ্যান কিভাবে মানবিকতা জাগিয়ে তোলে তার ব্যাখা করেন ভ্রাঃ শ্রীনিবাস। ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য আমার গুরুদেব বইটি দেওয়া হয় এবং ভঃ রুচিতার নৃত্য পরিবেশনাসহ শিবিরের সমাপ্তি হয়।

হায়দ্রাবাদ

রাইচুর

১৪–১৬ এপ্রিল ৪৫ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে ভঃ জি. লক্ষ্মী ও ভঃ নাগাবেণী তিনদিনের শিবির পরিচালনা করে। ঈশ্বর ও গুরু, সুস্থ জীবন, নিয়মানুবর্তীতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নানা সত্য কাহিনী ও ছোটো গল্প দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানো হয়। মধ্যাহ্নে এই সব বিষয়ের উপর নানা কার্যক্রম হয়। সমাপ্তি দিবসে ডঃ বালাসুব্রমানিয়ম ও ভ্রাঃ অন্নপূর্ণা স্বাস্থকর খাদ্যাভাস ও ভদ্রতার ব্যাপারে বলেন যা ছাত্রছাত্রীদের সুস্থ জীবন নির্বাহ করতে সাহায্য করবে। ১৭ এপ্রিল রবিবার সৎসঙ্গের পর ছাত্রছাত্রীদের বাবা মাদের আমন্ত্রণ করা হয় ও এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখা করা হয়। আমাদের গুরু, মিশন ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের জানানো হয়। ছেলেমেয়েরা এই শিবিরে তাদের অভিজ্ঞতা জানায়। মিশনের বই বিক্রীর জন্য রাখা হয় এবং মিশনের পুস্তিকা অভিভাবকদের বিতরণ করা হয়। সাধনা শুরু করার ব্যাপারে কয়েকজন উৎসাহ দেখায়।

রাইচুর

ভুজ, গুজরাট

২৩–২৮ মে ভুজ কেন্দ্রে ৬–১২ বছর বয়সের বাচ্চাদের জন্য শিবিরের আয়োজন করা হয়ে ছিল। ৭২ জন বাচ্চাকে বয়স অনুসারে দুটো দলে ভাগ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিভা প্রদর্শন ও মূল্যবোধভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর কার্যক্রম হয়। সমাপ্তি দিবসে সমস্ত মা–বাবাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং মিশন ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়। চল্লিশ জন মা–বাবা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করেন। গ্রীষ্মকালীন শিবিরের বার্তা স্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়। গুরুদেবের কৃপা ও প্রায় ২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক, যাতে কয়েকজন বাচ্চাও ছিল, তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সফল হয়।

ভুজ

বারাইচ্ কেন্দ্র, ইউ. পি

বারাইচ্ SRCM এর এক দ্রুত প্রগতিশীল কেন্দ্র। লখ্নৌ থেকে ১২৫ কিমি দূরে নেপালের সীমান্তে এটি অবস্থিত। বারাইচের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সব জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো। বারাইচ মিশনের ক্ষেত্রে এই এলাকার মূল কেন্দ্র। শহর থেকে ৬ কিমি দূরে প্রায় ২ একর জমির উপর এই আশ্রম অবস্থিত। ১২ জুন আশ্রমের জমিতে ভূমিপূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে গোরখপুর কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ভ্রাঃ নরসিংহ ও ভ্রাঃ বিজয় শঙ্কর সহ প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়। গোন্ডার প্রশিক্ষক ভ্রাঃ বদ্রীপ্রসাদ সিং তার ভাষণে বলে যে, আশ্রম হল আত্মার বাসগৃহ যেখানে সে তার অস্তিত্ব স্বীকার করে। লোকে ভৌতিক কামনা পূরণের জন্য মন্দিরে যায় আর আমরা নিজেদের ভৌতিক অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে অন্তরাত্মাকে জানার জন্য আশ্রমে যাই।

সপ্তাহশেষের কর্মসূচী, নাট্রামপল্লী, তামিলনাড়ু

গত ২১ ও ২২ মে নাট্রামপল্লী আশ্রমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল, সহজ মার্গ ___ এক জীবন পথ। ভেলোর হাব থেকে ৫৫ জন এতে অংশ নেয়। ভ্রাঃ ভক্তরাজনের উদ্বোধনী ভাষণের পর সাধনার গুরুত্বের উপর এক উপস্থাপনা পেশ করা হয়। অভ্যাসীরা অনুশীলন প্রসঙ্গে নানা দিকের নানা চিন্তাধারা ও মতামত পোষণ করেন। অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল গুরুদেবের ভিডিওর মাধ্যমে সাধনা–সংক্রান্ত সব রকম দ্বন্দ পরিষ্কার করে দেওয়া। দলগত আলোচনা চক্র ও ভিডিও প্রদর্শন সহজ মার্গ সাধনার বিভিন্ন দিকের উপর জোর দিতে উদ্বুদ্ধ করে। ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভ্রাঃ সুব্রমনিয়মের ভাষণ ও মনন পর্যায় তাদের জীবনে সহজ মার্গের প্রয়োজনীয়তাকে দৃঢ় করে।

কাহিনী থেকে শিক্ষালাভ, KGF দক্ষিণ কর্ণাটক

KGF কোলার ও মূলবাগাল এর ৩০ জন অভ্যাসীর মধ্যে প্রকাশনা বিভাগের সহকারীরা ও তাদের ব্যাঙ্গালোরের দল এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মিশনের সাহিত্যপাঠের গুরুত্ব তুলে ধরা হয় এবং তা সাধনার এক অঙ্গ হিসাবে গন্য করতে বলা হয়। গুরুদেবের বই সযত্নে নিয়মিতভাবে পাঠ করা উচিত যাতে জ্ঞান অর্জন ছাড়াও সতত স্মরণ স্থায়ী রূপ নেয়। অনুষ্ঠান চলতে থাকে, অভ্যাসীরা তাদের পছন্দ মত ভাষা ইংরাজী, তামিল, কানাড়া ও তেলেগুতে একের পর এক পাঠ করতে থাকে। গুরুদেব কথিত গল্পও পাঠ করা হয় এবং এসবের সারমর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরিচালকরা সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী ও শিক্ষামূলক করে তুলেছিল। ফলে অনুষ্ঠানের পর অভ্যাসীরা বিপুল আগ্রহে বই কিনতে শুরু করে।

জামনগরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস

৫ জুন জামনগর আশ্রমে স্বেচ্ছাসেবী , শিশু ও অভ্যাসীদের উৎসাহপূর্ণ অংশগ্রহণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। ভ্রাঃ শচীন ব্যাসের ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পক্ষী বিশারদ ভ্রাঃ অর্পিত তার ভাষণে বলে, কি করে চড়ুই পাখীর বাসা কাজে লাগাতে হয় , কি করে পাখিদের ও গাছপালাকে খাওয়াতে হয় ইত্যাদি। বাচ্চাদের কাঠের তৈরী চড়ুই পাখির বাসা , পাখির খাবার ও লতানো গাছ উপহার দেওয়া হয় এবংপাখির দৃষ্টি কিভাবে আকর্ষণ করতে হয় তাও সেখানো হয়।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে, রায়পুর, ছত্রিশগড়

গত ২৪ এপ্রিল রায়পুরের যোগাশ্রমে রবিবার সৎসঙ্গের পর হৃদয় থেকে হৃদয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৩৭ জন ভগিনী এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের আটটি দলে ভাগ করে বিভিন্ন বিষয় দেওয়া হয়। ভগিনীরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি বিষয় আলোচনা করে। তাদের দলনেত্রী তার পর্যবেক্ষন সকলের সামনে পেশ করে। তারা SISTER কথাটার এক অভূতপূর্ব ব্যাখা করে। সব ভগিনীরা দশসূত্রকে নিজেদের জীবনে আরোপ করার দৃঢ় অঙ্গীকার করে ,যাতে তারা জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও ভৌতিকতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। তারা অনেক লোককে এই পদ্ধতির সুফল নিতে উৎসাহিত করে। তাদের চিন্তা ইতিবাচক ও তারা জীবনের অনেক বাধা–বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করেছে এবং তাদের বাচ্চাদের ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। তাদের বচ্চারা পড়াশোনা মন দিয়ে করছে, আশ্রমের অনুষ্ঠানে উৎসাহভরে অংশ নেয় এবং সর্বোপরি তারা গুরুদেবকে ভালোবাসে। তারা গর্বিত যে, তাদের মা–বাবারা সহজ মার্গে যুক্ত। তারা আগ্রহভরে অপেক্ষা করছে কবে তারা ১৮ বছরের হবে , তবে তারা অভ্যাসী হতে পারবে। কিছু ভগিনী কবিতার মাধ্যমে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে। কোনো কোনো ভগিনী গুরুদেবের সঙ্গে তাদের সংযোগের দৃষ্টান্ত দেয়। একজন ভগিনী জানায় গুরুদেবের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস কিভাবে তার কঠিন অসুখকে জয় করেছিল। অবশেষে হৃদয় বিগলিত ও অশ্রুসিক্ত হয়ে তারা গুরুদেবকে স্মরণ করে ও তাদের মতামত ব্যক্ত করার এইরকম সুযোগ করে দেবার জন্য ডঃ রজনী দত্তাকে ধন্যবাদ জানায়। প্রেম ও ভক্তি দিয়ে 'হৃদয় থেকে হৃদয়ে' এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

জ্যোতির্কেন্দ্র

মাদুরাই আশ্রম

১৯৭৫ সালে মাদুরাই এর থেপ্পাকুলামে ভ্রাঃ তাসমাস্বামীর বাড়িতে SRCM এর শুরু হয়েছিল। এই কেন্দ্র বাবুজী মহারাজের ৭৮ তম জন্মদিবস অনুষ্ঠান তাঁর উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। প্রায় ৮০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এবং এই উৎসবে তামিল ও ইংরাজী ভাষায় এক সুভেনির প্রকাশিত হয়েছিল।

মাদুরাই কেন্দ্র ১৯৯২ তে ১১ ও ১২ এপ্রিল রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করেছিল। এই উৎসবে মাস্টার বলেন, "সুতরাং যারা আধ্যাত্মিকতার পথে পা রেখেছে তাদের জন্য ধ্যান শুধুমাত্র এক ঘন্টার কাজ নয়। লক্ষ্য পূরণের জন্য ধ্যান হল অকপট একমনা কর্তব্য। ধ্যান আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সাংস্কৃতিক গুণাবলীর মধ্যে এক চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত"। এই উৎসবের পর এই কেন্দ্র মারিয়াম্মান থেপ্পাকুলামে (পশ্চিম উপকূল) ডঃ গোকুলনাথ প্রেমচাঁদের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়।

মাদুরাই আশ্রমের সূত্রপাত

মাদুরাই কেন্দ্রের সমস্ত অভ্যাসী ভাইয়েরা মাদুরাই এর আলগারকয়েল রোডে সুন্দররাজনপট্টিতে একটা জমি মিশনকে উৎসর্গ করার পরিকল্পনা করেন। এই জমি মাদুরাই রেলওয়ে স্টেশন ও বাস স্ট্যা থেকে প্রায় ১১ কিমি দূরে অবস্থিত। ১৯৯২ – ১৯৯৪ এই সময়ের মধ্যে ২.৮৭ একর জমি মিশনের জন্য ক্রয় করা হয়। জমির বাকী অংশ যারা দান করেছিল তাদের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল। গুরুদেব এটার নামকরণ করেন "শ্রীরামচন্দ্র পুরম"। পরবর্তীকালে গুরুদেবের দাক্ষিণ্যে আরও দেড় একর জমি ক্রয় করা হয়েছিল। এভাবে আশ্রমের পরিসর বেড়ে চার একর কুড়ি সেন্ট্এ দাঁড়ায়।

১৯৯৫ সালে গোলপাতার ছাউনিতে নিয়মিত সৎসঙ্গ শুরু হয়। পরবর্তী কালে পাকা বাড়ী তৈরী হয় এবং ১৯৯৭ সালে ২২ সেপ্টেম্বর গুরুদেব এটা ঘোষণা করেন ও নাম দেন 'গুরুর কক্ষ'। তিনি 'সাধনা নিলয়ম' ধ্যানকক্ষের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০০৪ সালের ১৭ নভেম্বর নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন ঘোষণা করেন (১০,৮০০ বর্গফুট)। মঞ্চের উপর গুরুদেবের প্রমাণ মাপের একটি সুন্দর ফোটো সকলের চোখে শ্রদ্ধা জাগায়। এই হলটি অর্ধস্থায়ী পরিকাঠামো যাতে ১৫০০ জন অভ্যাসী বসতে পারে। কক্ষের নির্মাণ সামগ্রী গুরুদেবের দান, যখন মানাপাক্কাম, বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে পুরানো বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষ ভাঙ্গা হয়।

এ ছাড়াও বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষ, ক্যান্টিন, রন্ধনশালা, ভোজনালয়, শিশুদের ক্রিয়াকলাপের সুবিধা, এমনকি পড়াশোনা করার জায়গাও রয়েছে। ২০০৯ সালে একটি পাঠাগার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিসহ শিশুদের খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে।

বিগত ছয় বছর আশ্রমে প্রত্যেক মাসের প্রথম রবিবার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেদের জন্য একটি মুক্ত চিকিৎসা শিবির অভ্যাসী ডাক্তার ও মেডিক্যাল স্টাফ দ্বারা SMSF এর দানে পরিচালিত হয়।

১৯৯২ তে গড় উপস্থিতি ৬৫ থেকে এখন রবিবার প্রায় ৪৫০ অভ্যাসীর উপস্থিতি। প্রথমবার জমি পরিদর্শনের সময় অনুর্বর জমি দেখে গুরুদেব তাঁর আদেশসূচক ভঙ্গীতে বলেন, 'এটাকে সবুজ করো'। তাঁর কৃপায় আশ্রমে এখন সবুজ গাছের মনোরম দৃশ্য আশ্রমের পরিবেশকে স্নিগ্ধ, নির্মল ও পবিত্র করে তুলেছে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.